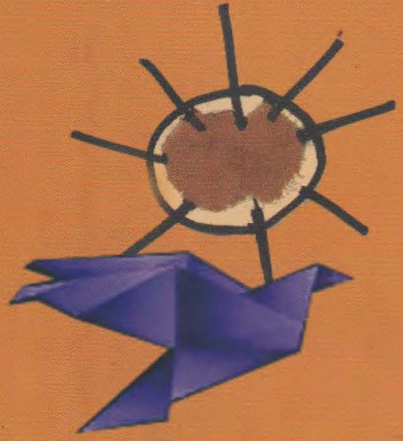

সময় টিল দুপুর

আবদুল হাই শিকদার

সময় ছিল দুপুর

আবদুল হাই শিকদার

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

সময় ছিল দুপুর

আবদুল হাই শিকদার

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক প্রকাশনা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয়

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড়, চট্রগ্রাম-৪০০০।

ফোন - ৬৩৭৫২৩ মোবাইল- ০১৭১১-৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয়

১২৫, মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০।

পিএবিএক্স : ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

মোবাইল- ০১৭১১-৮১৬০০১

সর্বস্বত্ব ঃ লেখক

প্রকাশকাল

একুশে বই মেলা ২০১৫

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স : ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

মেকাপ : মোঃ আব্দূল লতিফ

মূল্য ঃ ২৮০/- টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০

ফোন- ৬৩৭৫২৩, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

ফোন- ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১

১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন-৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-ফোন -৯৫৭৪৫৯০

SOMOY CHILO DUPUR Written by: ABDUL HYE SIKDER by S.M. Raisuddin, Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk. 280/- U$: 7/- **ISBN. - 984-70241-0084-7**

www.pathagar.com

উৎসর্গ

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের লেখা তোমরা পড়েছ?
পড়ে দেখ কি মনোরম!
তিনি আমার খুব প্রিয় কবি।

www.pathagar.com

ঠিক ভূমিকা নয়

সময় ছিল দুপুর বেরিয়েছিল ২০০২-এ। বেরিয়ে ছিল বললাম বটে, কিন্তু সেটাকে আমি স্বীকার করিনা। কারন এর নিম্নমানের আঁকাআঁকি এবং ততোধিক নিম্নমানের কাগজ মুদ্রণ ও বাঁধাই দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। প্রায় আমার মতই প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন পরমবন্ধু কবি মতিউর রহমান মল্লিক। ফলে মানব জাতির আড়ালে চলে গেল সেই কিতাব।

এই ঘটনার ১৩ বছর পর, অবহেলার অন্ধকার আর অজস্র কালি ঝুলি ভেদ করে সময় ছিল দুপুরের উপর চোখ পড়ে কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির তোফাজ্জল ভাইর। তোফাজ্জল ভাইর কাছে এই বইয়ের পান্ডুলিপি বহন করে নিয়ে গিয়েছিল আমার আদরের ছোটভাই কবি রফিক লিটন। তার পর সুগম হলো এই প্রকাশনার পথ।

আর মুল কর্ণধার রইস উদ্দিন ভাইর সাথে আমার পরিচয় ১৭৫৭সালে। পলাশীর প্রান্তরে আমরা ছিলাম মীর মর্দানের পাশে। বিশ্বাস হচ্ছেনা ? না হোক, কিন্তু এটাই চেতনার দুনিয়া।

আমার ধন্যবাদ সকলের জন্য তবে শিল্পী মোমিন উদ্দিন খালেদকে জানাচ্ছি আলাদা সম্ভাষণ।

জাতীয় প্রেস ক্লাব
ঢাকা

আবদুল হাই শিকদার

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আল-মাহমুদ পরবর্তী বাংলা কবিতার উজ্জ্বলতম প্রতিনিধি কবি আবদুল হাই শিকদার। উজ্জ্বল এবং আলাদা। বহুমাত্রিক তার কাজের পরিধি। হাজার ভিড়ের মধ্যেও তাকে আলাদা করে চিনে নিতে পাঠকের কোন অসুবিধা হয়না।

বাংলাদেশের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান বাংলা একাডেমী পুরস্কার ধন্য এই কবি শিশু সাহিত্যেও ছড়িয়েছেন অনন্য দ্যুতি। ছড়া কবিতাও তার হাতে পেয়েছে নতুন প্রান। তারই স্মারক কিশোর কণ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্তি। নজরুল চর্চার জন্যও পেয়েছেন চুরুলিয়া নজরুল একাডেমী পুরস্কার। এমনি দেশ বিদেশের অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মানে সম্মানিত এই কবি বাংলা সাহিত্যেকে নিয়ে গেছেন অন্য এক উচ্চতায়। গবেষক ও কলামিস্ট হিসাবেও তার খ্যাতি দেশ জুড়ে। অর্ধশতাধিক তথ্যচিত্র নির্মান করেও তিনি তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

দেশের বৃহত্তম সাংবাদিক সংগঠন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)-এর সভাপতি কবি আবদুল হাই শিকদার সরকারী নজরুল ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্বও পালন করে এসেছেন। বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন।

৩৪ বছরের সাংবাদিকতা জীবন পার করে আসা এই কবির জন্ম ১৯৫৭ সালের ১লা জানুয়ারী। সময় ছিল দুপুর তার তৃতীয় ছড়া গ্রন্থটি বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ এর প্রকাশনায় যুক্ত হয়ে যাত্রা শুরু হলো। এই বইয়ের ভাব,ভাষা ও বিষয় বাংলা ছড়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস এবং সোসাইটির সার্থকতাও বয়ে আনবে।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক, প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

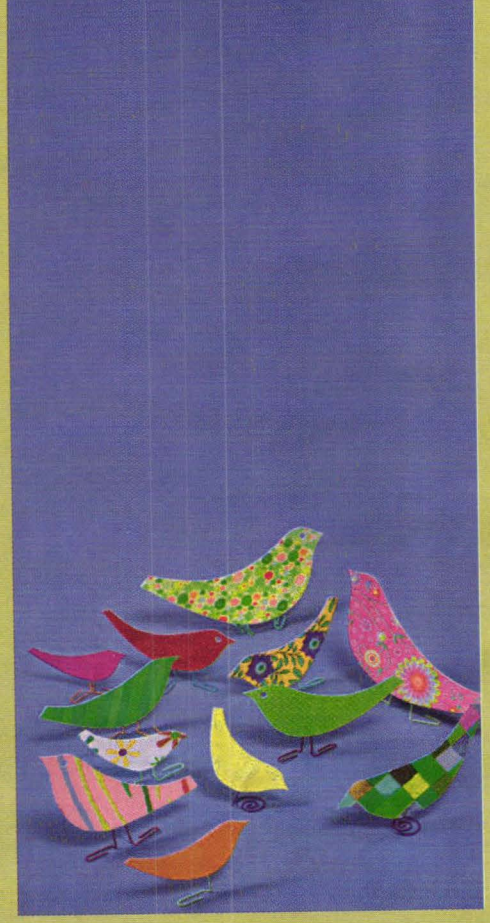

সূচি

মাসগুলি ০৭
শরৎ ০৮
বোশেখ ঐ এলো এলো ১০
সময় ছিল দুপুর ১১
মৎস স্মৃতি ১২
চড়ুই শালিক ১৪
সৈয়দ আলী আহসান ১৫
তাকিয়ে থাকি ১৬
গাঁয়ের নাম পানদুয়া ১৭
ঈদুল ফিতর ১৮
ঈদ আযহার র‍্যালী ২০
রোজাকে দরকার ২১
শবেবরাত ২২
মন চলে যা ঠাকুরগাঁ ২৩
ফুল পাখিদের মেলা ২৪

www.pathagar.com

মাসগুলি

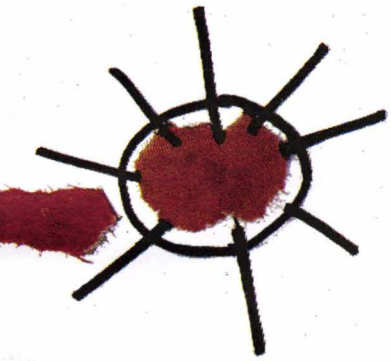

বোশেখে ঈষাণে মাথা হট হতে থাকে,
জ্যৈষ্ঠের ঝড় এসে ডাক দেয় তাকে।
তারপর ঝরঝর দেখেছে আষাঢ়,
সুইমিংপুলে গিয়ে শিখেছে সাঁতার।

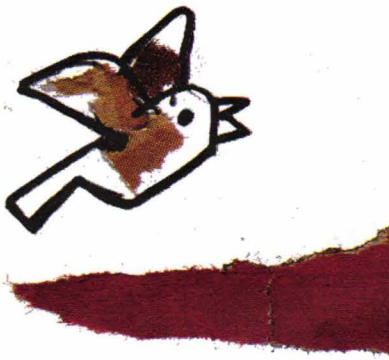

শ্রাবণে গগনে খুব মান অভিমান,
আর্দ্র ভাদ্র গায় ভাটিয়ালী গান।
আশ্বিন মাসে তার মাঠ ভরা হাসি,
কার্তিকে অগ্রাণে ভালোবাসাবাসি।

বুড়িদের পৌষ বলে লেপ গায়ে দাও,
মাঘে কাঁপা বাঘ বাবা কষে স্যুপ খাও।
খোঁপা খোলা ফালগুনে শুধু গুনগুন,
চৈত্রের চাঁদ চোখে তারার আগুন।

এইভাবে মাসগুলি আসা যাওয়া করে
ভালোলাগাটুকু শুধু রয়ে যায় ঘরে।

www.pathagar.com

শরৎ

শরৎ দিনের যখন তখন ইয়ারকিটা,
এই যে ভালো এই যে এখন
মনটা খারাপ!
যার যা লাগুক মেঘমাঝিদের
কিচ্ছু কি আর যায় আসে ভাই!

ভাবখানা এই যাচ্ছি ভেসে,
লাগলে ভালো ফিক করে দেই একটু হাসি,
যেই না বাতাস সুড়সুড়ি দেয়
অমনি নামা ঝুপঝুপিয়ে,
খুকখুকিয়ে আবার কাশি।

ধানের ক্ষেতে বাতাস নাচে,
দামাল কিশোর বিল পেরিয়ে,
নদীর চরে কাশের উড়াল,
বকের পাখায় জোছনা মাখায়
একটু শরৎ।

শরৎ কি আর ছোট্ট বুড়ি
ফোকলা দাঁতের?
বললো মাকে দাঁড়াও বাবা :
একটু কাঁদি। পাল ভিজিয়ে ভাটিয়ালী,
তাল পাকানো রোদ্দুরে ঝুপ।
পদ্ম পুকুর লম্ফ দিয়ে
একটা যে ডুব,
কাণ্ড দেখে গাছ পাখিরা
একদমই চুপ।

বললো বাতাস, ও সাদা মেঘ,
কালো মেঘই না হয় শোনো,
ওই যে উঁচু মস্ত দালান,
ট্রাফিক পুলিশ,
লোডশেডিং আর ধোঁয়া, ধুলা,
যানজটে সব ভেঁপুর জ্বালা।
নানান জাতের শ্লোগান মিছিল,
দিন রাত্তির খুন খারাবী!
—ভ্যাবাচ্যাকা বাতাস ও মেঘ।

www.pathagar.com

সবার দেখি শক্ত চোয়াল,
চোখ পাকিয়ে তাকায় শুধু,
মানুষ কোথায়?
সবাই দেখি সাহেবসুবো!

আর যে কি সব কোচিং-ফোচিং,
গেলাস গেলাস গিলছে কিতাব,
এটাই তবে শহর নগর ই-মেইলে,
ফ্যাক্স-ফোন আর কম্পুটারে
খটর খটর।

মেঘ বাতাসের বুদ্ধিগুলো এই রকমই।
হালকা ঝালর হাতছানি দেয় আকাশ নীলে,
নীল জামা আর দুইটি বেনী
খুব দুলিয়ে,
ইস্কুলে যায় শরৎ যেন।

শরৎ তো চায় ইট লোহা আর সব পেরোতে,
তাই নাকি তার বনই ভালো।
বনেরা সব বোনের মতো,
হাত বাড়িয়ে খুব মমতায়
জড়িয়ে রাখে লতায় পাতায়,
ভাল্ লাগানো শরৎটাকে।

তাইতো শরৎ
হেমন্ত দিন
আসার আগেই শহর ছাড়ে,
গ্রাম পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে,
গহন নদীর দূর কিনারে,
বটের ছায়ায় ঘুমিয়ে কাটায়
আরেক বছর!

www.pathagar.com

বোশেখ ঐ এলো এলো

বোশেখ ঐ এলো এলো ক্যাপ খুলে বেল্ট বাঁধো কোমরে,
মুষ্টি ও কুস্তি নয় আসলে সে জাপানের সোমোরে।

লাফ দিয়ে গোঁফে তাও, দিতে দিতে চাটি মারে বুকেরে,
দাঁতে দাঁত ঘষটানি হুইপিং-এ ভয়ে মেঘ ঝুঁকেরে।
সুলেমান বাদশার সেই নাকি খাস লোক বলেরে,
তার নাম ভাংগিয়ে আজো তার কারবার চলেরে।

খামোখাই গাছদের ধরে ধরে আছড়ায়
যেন রাগী খুব পাজি ধোপারে,
বাহাদুরী দেখবার জন্য সব বাড়িঘর,
কান ধরে পাঠাচ্ছে ওপারে।

নদী তাকে দেখলেই উথলিয়ে উপচিয়ে
একাকার করে দুই তীররে,
লোকজন প্রাণপণ বলে বাবা ঈশানের
এটা কোন হামবড়া বীররে!
জং ধরা হাড়ি জুতা ভেঙ্গে ছিঁড়ে একাকার
হাউকাউ বলে আর কাহারে,
তারপর গুডবয় ফিক করে হেসে খুন
লজ্জায় চলে যায় পাহাড়ে।

বারো মাস পরে শ্বাস ছাড়তে সে ফি বছর
ফিরে পায় আমাদের পাড়ারে,
কচি ঘাসে তার লোভ পুরানো কে বলে না সে
একবার মাথা তুলে দাঁড়ারে।
তার বাড়ি চুরুলিয়া তার বাড়ি কাছাকাছি
ত্রিশালের দরিরামপুরেরে,
হরদম তাকে চাই প্রাণ খুলে গান গাই
সে ভয়াল বোশেখের সুরেরে।

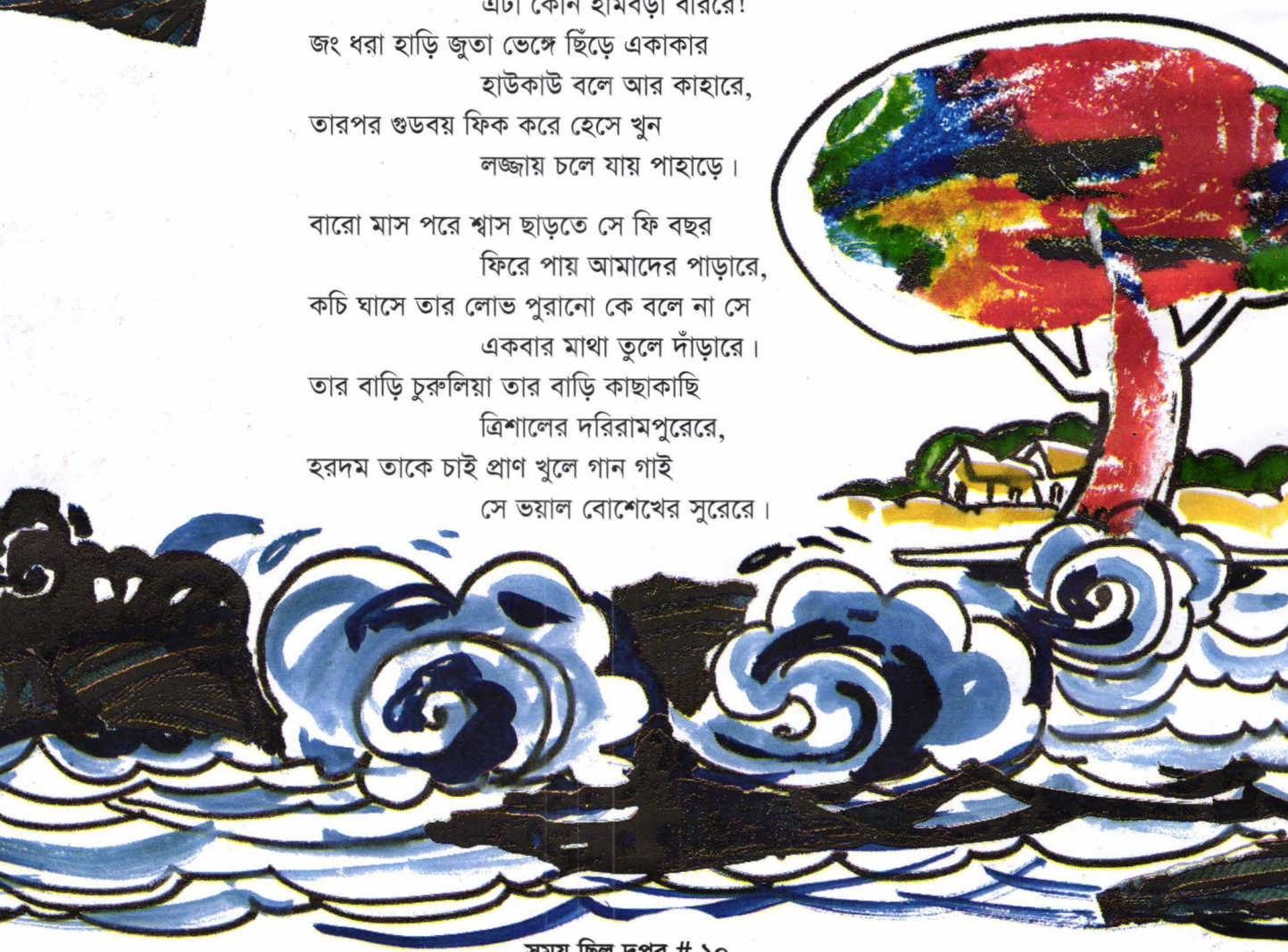

www.pathagar.com

সময় ছিল দুপুর

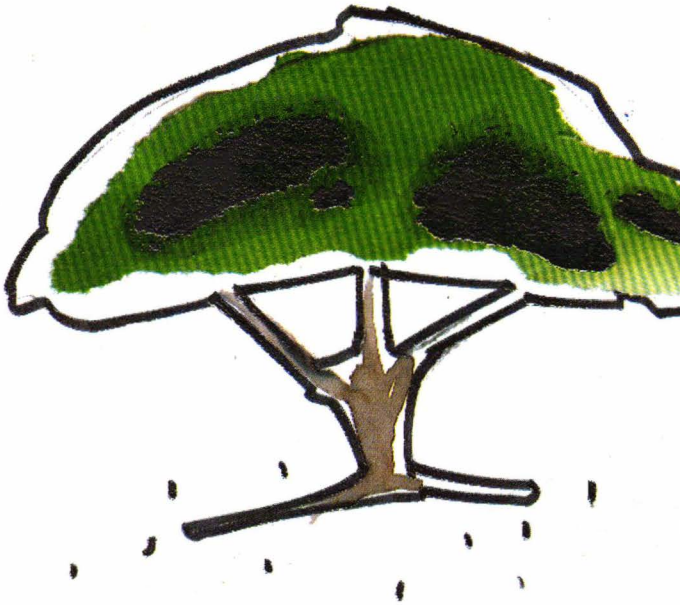

সময় ছিল দুপুর।
তেঁতুল গাছের ঝোঁপের কাছে
দাঁড়িয়ে ছিল কুকুর।

কুকুর নাকি আর কেউ ?
ভূতরা করে ঘেউ ঘেউ।

ও বাবাগো বোলতা খালি,
লাফায় পোলা হুজ্জত আলী।
ঝোঁপের মধ্যে সে করছিল
পাকস্থলি খালি।

তাহলে কার কুকুর?
কুকুর ছিল তালুকদারের
খুব আদুরে খুকুর।

তার পিছনে বিছিয়ে পাটি
ঘুমিয়ে ছিল পুকুর।
তাঁতীর বাড়ি গামছা বোনা
আওয়াজ ছিল টুকুর।

www.pathagar.com

মৎস্য স্মৃতি

শরপুটি কয় খইলসা ভাই,
বিল বাওড়ের কিচ্ছু তো নাই।
নদীতে জাল কারেন্ট পাতা,
জাটকা পোনার ভাঙ্গছে মাথা।

টেংরারা কয় মলা বু কই?
ব্যাপার দেখে পালালো কই?
ঢেলা সোনার সকল খবর,
মানুষরা রোজ দিচ্ছে কবর।

বাইন মাগুর সিংগি মাছে,
ল্যাংড়া ভূতের চ্যাংড়া নাচে।
শুকনো গাঙে চিতল চিৎ,
শোল বোয়ালে মর্শিয়া গীত।

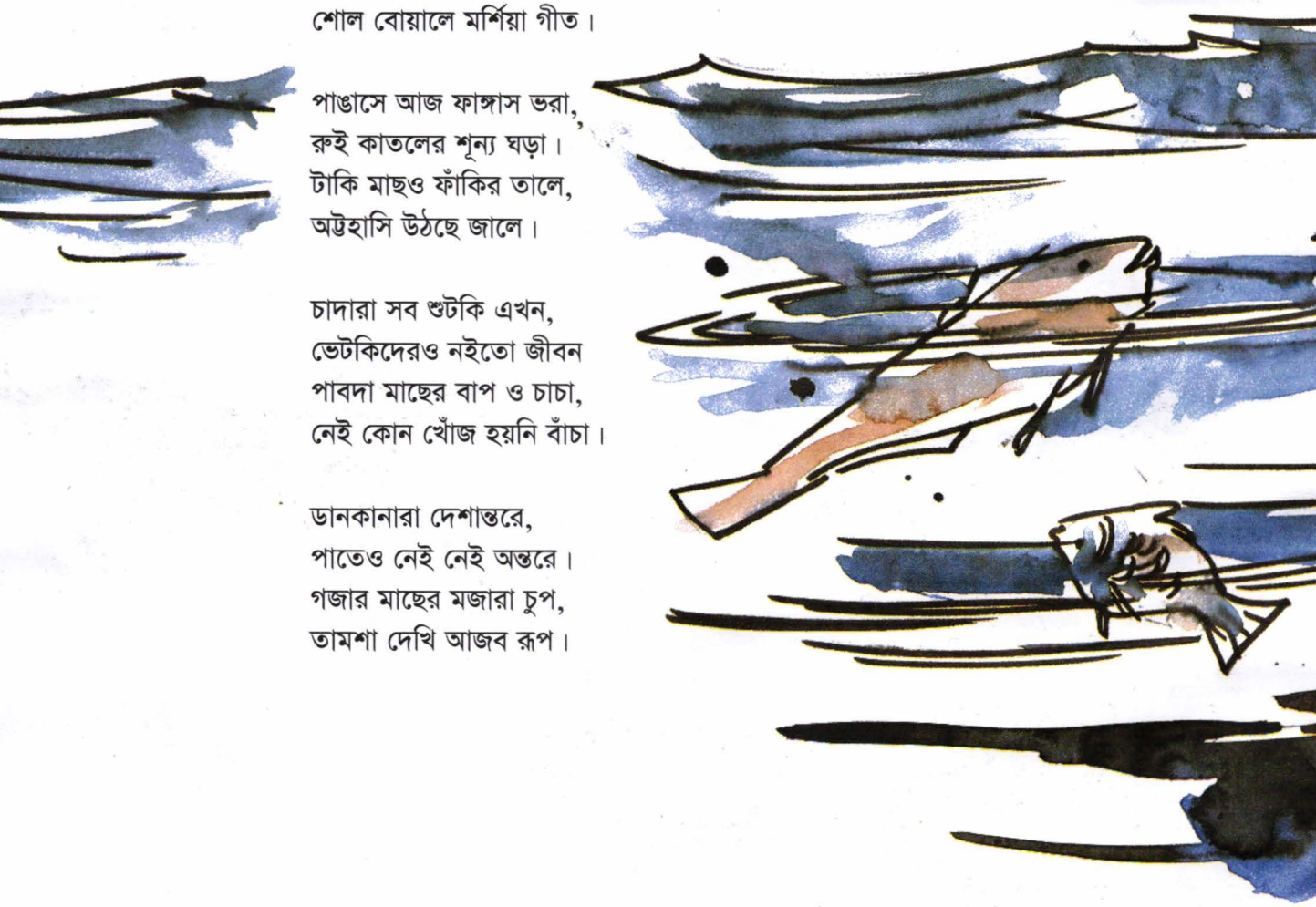

পাঙাসে আজ ফাঙ্গাস ভরা,
রুই কাতলের শূন্য ঘড়া।
টাকি মাছও ফাঁকির তালে,
অট্টহাসি উঠছে জালে।

চাদারা সব শুটকি এখন,
ভেটকিদেরও নইতো জীবন
পাবদা মাছের বাপ ও চাচা,
নেই কোন খোঁজ হয়নি বাঁচা।

ডানকানারা দেশান্তরে,
পাতেও নেই নেই অন্তরে।
গজার মাছের মজারা চুপ,
তামশা দেখি আজব রূপ।

www.pathagar.com

হাওড় ফাঁকা বেলে উধাও,
মা বলে না কর্তিটা খাও।
কে এখন আর আইড় বাড়াবে,
চিংড়ি লোভীর ভূত তাড়াবে।

ইতিহাসেও নেই তালিকা,
থালায় লাফায় নাইলোটিকা।
তার পিছনেই তেলারপিয়া,
সিলভার কাপ শ্যামদেশীয়া।

পাচার হচ্ছে সকল ইলিশ,
দেখছে সবাই চায় না সালিশ।
স্বাদের শোকে ভিজছে বালিশ,
কে শোনে আজ ব্যথার নালিশ!

মৎস্য দেখি সবই স্মৃতি,
সোনার দেশে অবাক রীতি।
দেশী মাছের নেই তবু চাষ,
আসছে নেমে কি সর্বনাশ।

www.pathagar.com

চড়ুই শালিক

শালিককে সব কাজ দিয়েছে চড়ুই,
বললো ডেকে আমি খানিক জিরুই।
পাখায় মেখে এততোটুকু ফড়ুই,
তুই দে এবার মস্ত বড় উড়ুই।

আনবি ডেকে মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই,
জামার জন্য দামাশকাসের সুসূঁই।
সুতার জন্য ঈজিপশিয়ান প্যাপুই,
পেলের কাঁথা বুনিয়ে দেবে বাবুই।

আনতে হবে জেকোকাবাদ কড়ুই।
কিউবা থেকে গুড় ও বেসন বড়ুই।
ড্রাকুলাদের দাঁত দেখিয়ে হারুই,
খুব খাওয়াব মন মাতানো নাড়ুই।

খড়খড়িতে খড়কুটো যাই থুই,
মিঞাও পুশির জন্য সবই খুই।
আনবি তো ভাই পা'ওয়ালা সাপ গুই,
মেটাবে বাপ সমস্ত ঘাইঘুই।

বললো শালিক, লেকচারের নেই মুই,
নিজের কর্ম নিজেই কর চড়ুই।

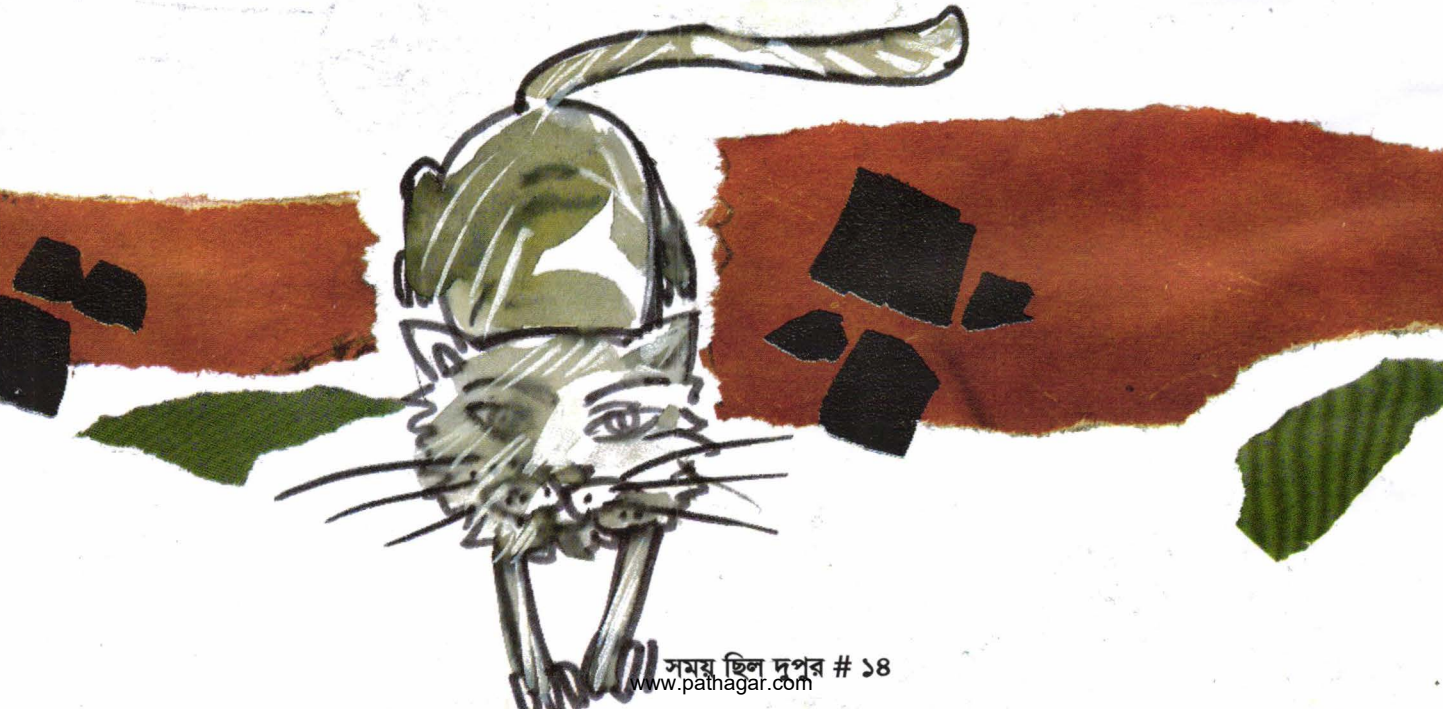

www.pathagar.com

সৈয়দ আলী আহসান

সমুদ্রে হাত রাখবো বলে পা বাড়িয়েছিলাম,
উজাড় মাঠে ঘুর্ণি হাওয়া পথ হারিয়েছিলাম।

সঙ্গী পেলাম ঝঞ্ঝা ও ক্ষোভ তরঙ্গ সংঘাত,
বুকের উপর কামট, কুমির হাজারো উৎপাত।
অতিষ্ঠ সেই অনাগ্রহে প্রাণ শুকিয়ে মরু,
হঠাৎ দেখি অন্ধকারে স্নিগ্ধ তমাল তরু।

অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায় হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া,
খুব রজনীগন্ধা ভরা স্নেহ বিলায় হাওয়া।

গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়ে নিটোল নখে শুক্তি,
উচ্চারণের আরাম পেয়ে প্রাণের প্রবল মুক্তি।

চাহার দরবেশের বেশে জড়িয়ে গেলাম পালে,
প্রজ্ঞাপনের অনেক আকাশ তারার প্রদীপ জ্বালে।
একক সন্ধ্যা বসন্ত রোজ জিন্দাবাহার ফুল,
খুব সহসা সচকিতের আলোকের দুলদুল।

শিলান্যাসে জীবন ঘষে জোহরা মুশতারি,
ছোট্ট পাখি টুনিও দেয় অনেক দূরে পাড়ি।
প্রতিদিনের শব্দরা তাই সমুদ্রে চায় যেতে,
সেই দরিয়ায় আলী আহসান আছেন আসন পেতে।

ঢেউগুলো তাঁর সদ্য লেখা ছন্দ কবিতার,
সমুদ্র তাঁর ধারণ করে জ্ঞানের সম্ভার।
সেই সাগরে সিনান যিনি করেছেন একদিন,
দিনগুলি তার জোছনা মুখর রাত হয়েছে দিন।

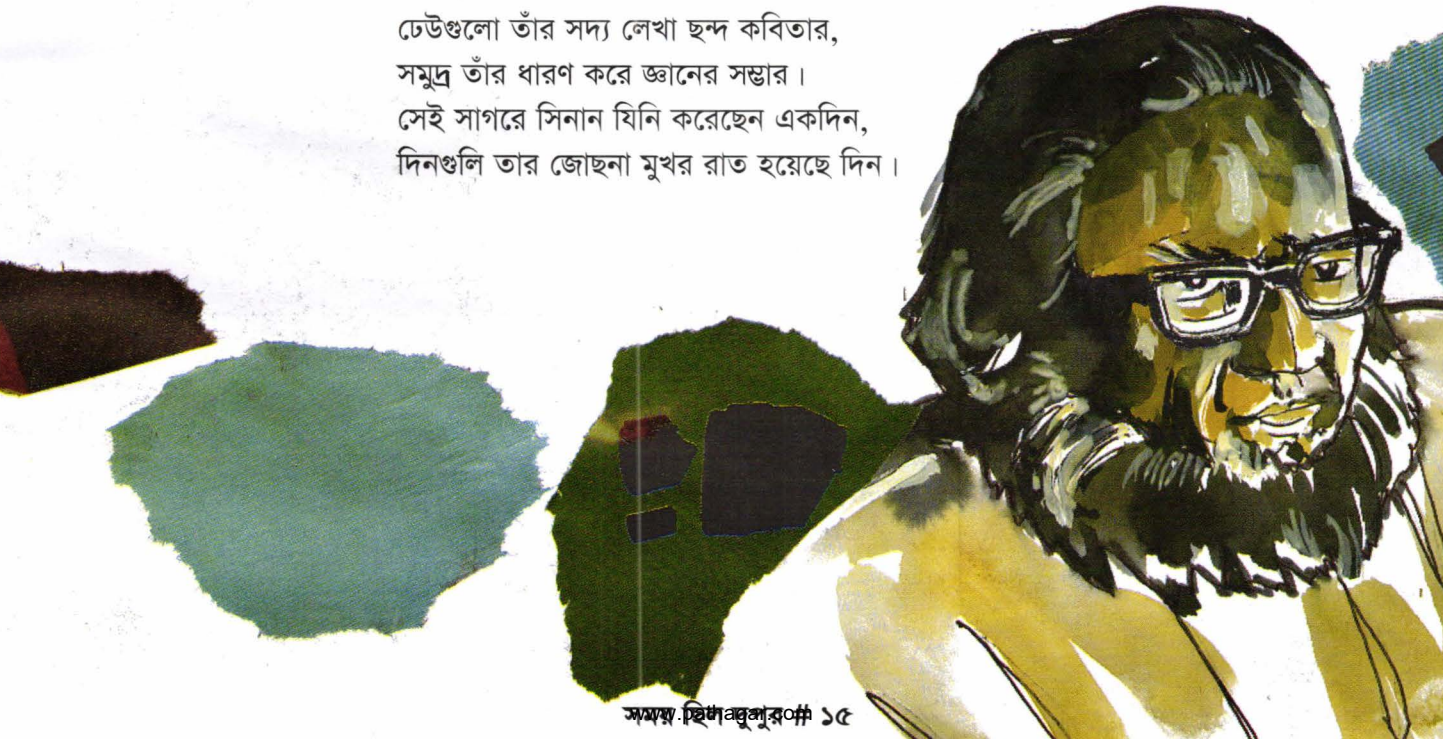

www.boiRboi.com

তাকিয়ে থাকি

পাহাড় কাটার সময় এখন আত্মঘাতী দিন,
চতুর্দিকে সন্দেহ আজ আপনজন অচিন।

বিরাট কিছু সয়না চোখে সব সমতল কর,
লেক ভরাটের জন্য সকল হায়েনা তৎপর।
পার্কে ওঠে দালান-কোঠা খেলার মাঠও শেষ,
হাত-পা ছেড়ে বেড়ে ওঠার সব কিছু নি:শেষ।
প্রতিটি ঘর এক একটি দ্বীপ স্বস্তিহারা মন,
গাছ নিধনের করুণ বিলাপ উধাও হলো বন।

পাখিরা সব কোথায় গেল, কোথায় মাছের ঝাঁক?
অফিস আবাস সবখানে আজ ঝগড়া বাঁধায় কাক।
শিশুর খুনে মায়ের খুনে ভিজছে উপকূল,
শিউলী ফোঁটা দিন গিয়েছে মরছে কদমফুল।

বর্জ্য ফেলে নদী ভরাট দখল চমৎকার,
ক্ষুব্ধ নদী ডুবিয়ে জাহাজ উঠায় হাহাকার।
ধোঁয়ায় ধূলায় সূর্য ঢাকা বীভৎস যানজট,
বুলেট বোমা নিত্য ভোরে সাজায় দৃশ্যপট।

বইয়ের ভারে খোকন সোনা সামনে ঝুঁকে হাটে,
ঘুমায় সে রোজ রূপকথাহীন স্বপ্নবিহীন খাটে।
তার কপালের স্নেহের পরশ খেয়েছে সন্ত্রাস,
এততোটুকু জায়গা নেই আজ ফেলবে সে নিঃশ্বাস।

রাখাল ছেলে কোথায় তুমি কোথায় দুধেল গাভী?
বৃষ্টিমুখর দুপুর বেলায় হারালো নাকছাবি।
জোনাকজ্বলা গল্প বলা চৈতী রাতের চাঁদ
পরীর সাথে পালিয়ে গেছে, আনন্দ বরবাদ।

তবুও বলি খোকন সোনা, ভয় পেয়ো না ভয়,
তোমরা বড় হলেই জেনো কাটবে এ সংশয়।
তোমরা বড় হবেই বলে দাঁড়াই বারান্দায়,
তাকিয়ে থাকি ভবিষ্যতের মেঘনা ও পদ্মায়।

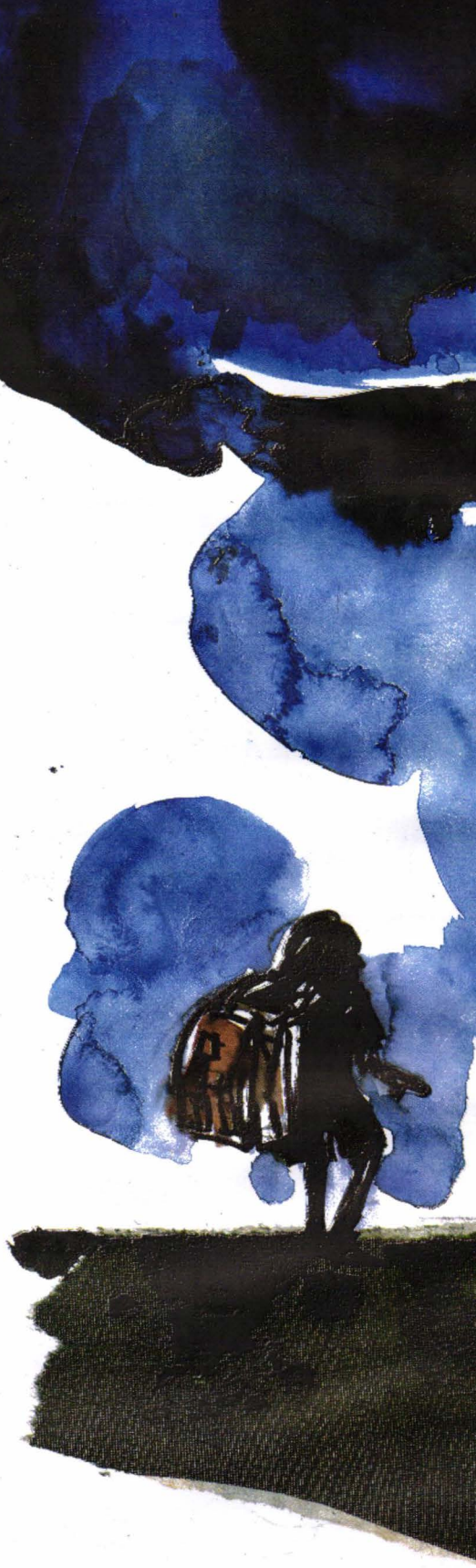

www.pathagar.com

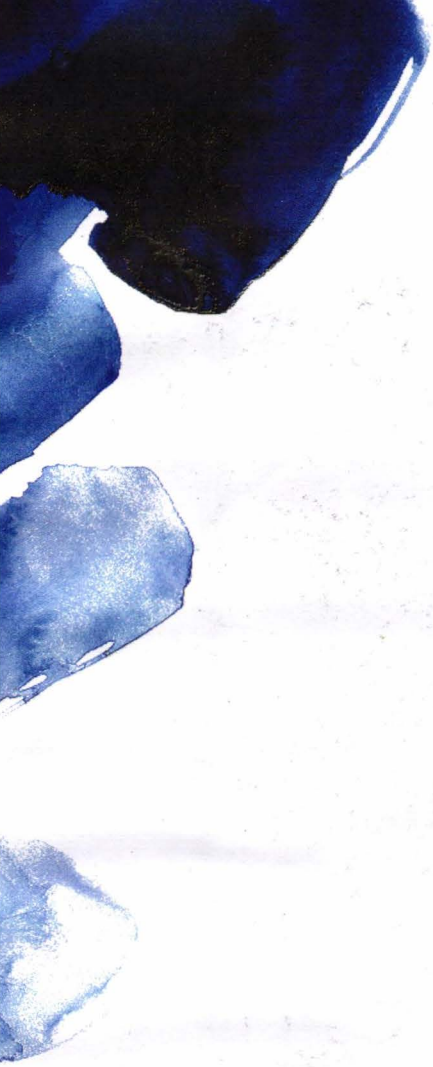

গাঁয়ের নাম পানদুয়া

পান বানালো পানবুয়া,
গাঁয়ের নাম পানদুয়া।
এই গাঁয়ের ফাঁনদুয়া,
বেড়াতে যায় পানডুয়া।

ফাঁদ কেনরে গানধুয়া?
কাঁদতে বসে কানদুয়া,
রসুই ঘরে রানধুয়া,
বানিয়ে রাখে পানতুয়া।

গেলাস ভরা পাতকুয়া,
বিলায় বধূ অনুসূয়া।
সাঁঝের বেলা হুকাহূয়া,
নিবলে বাতি পড়ে দু'য়া।

পানের সাথে চুনগুয়া,
গাঁয়ের নাম পানদুয়া।

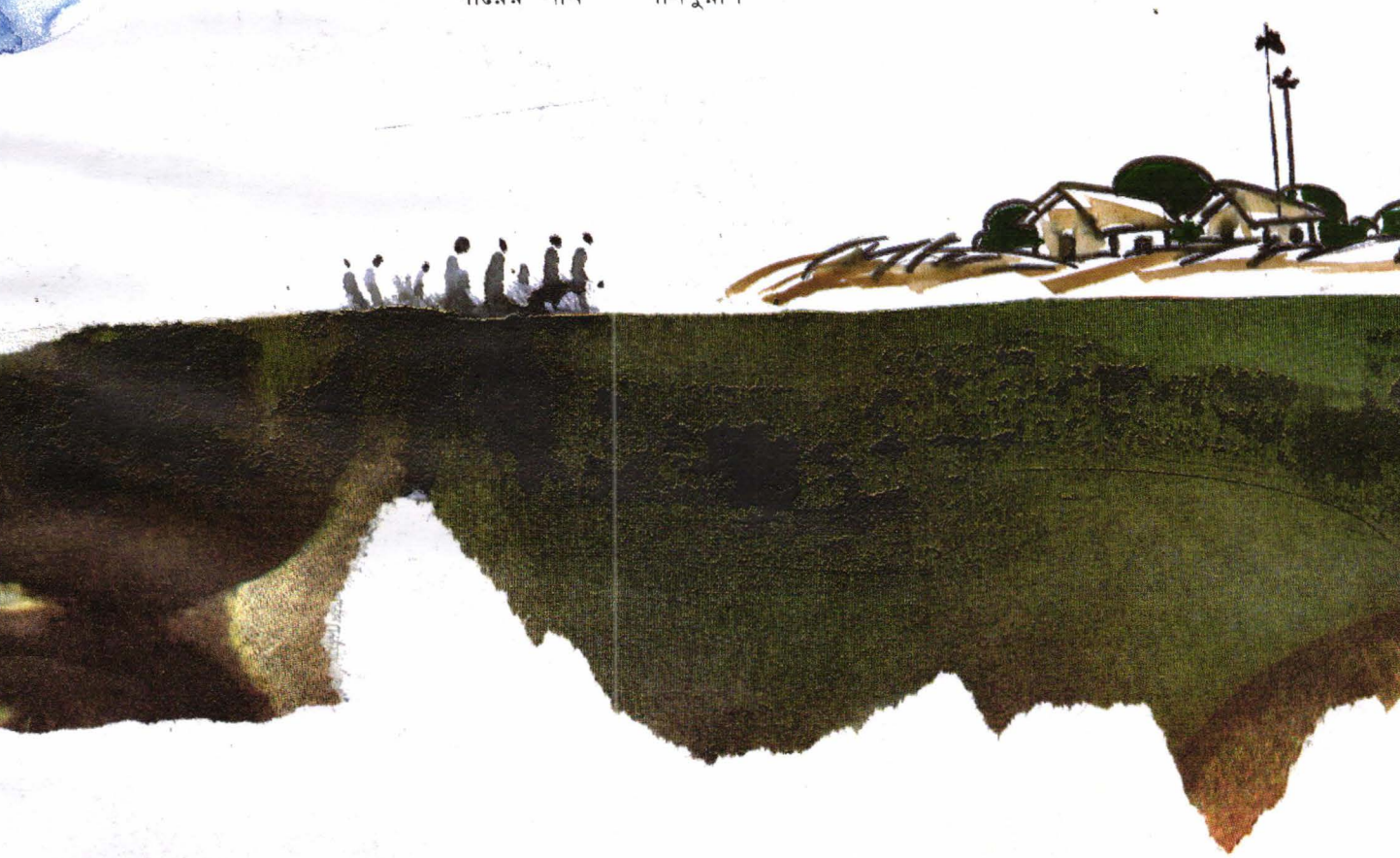

www.pathagar.com

ঈদুল ফিতর

খুলে প্রাণ
রমজান
ঈদ এলো ফিতরের,
দূরে যায়
শংকায়
কষ্টরা ভিতরের।

এক মাস
উপবাস
পরে মহা উৎসব,
কেউ নাই
পর ভাই
ভেদাভেদহীন সব।

শিরনির
ফিরনির
বাটি যাক দ্বারে দ্বার,
বিশ্বের
নি:স্বের
ঈদে আছে হক তার।

জটিলতা
কুটিলতা
ভেক ধরা শয়তান,
খুব করে
দূর করে
সাফ কর ময়দান।

ফেলো আজ
যতো কাজ
চলো যাই ঈদগায়,
বুকে বুক
রাখ সুখ
শহর ও দূর গাঁয়।

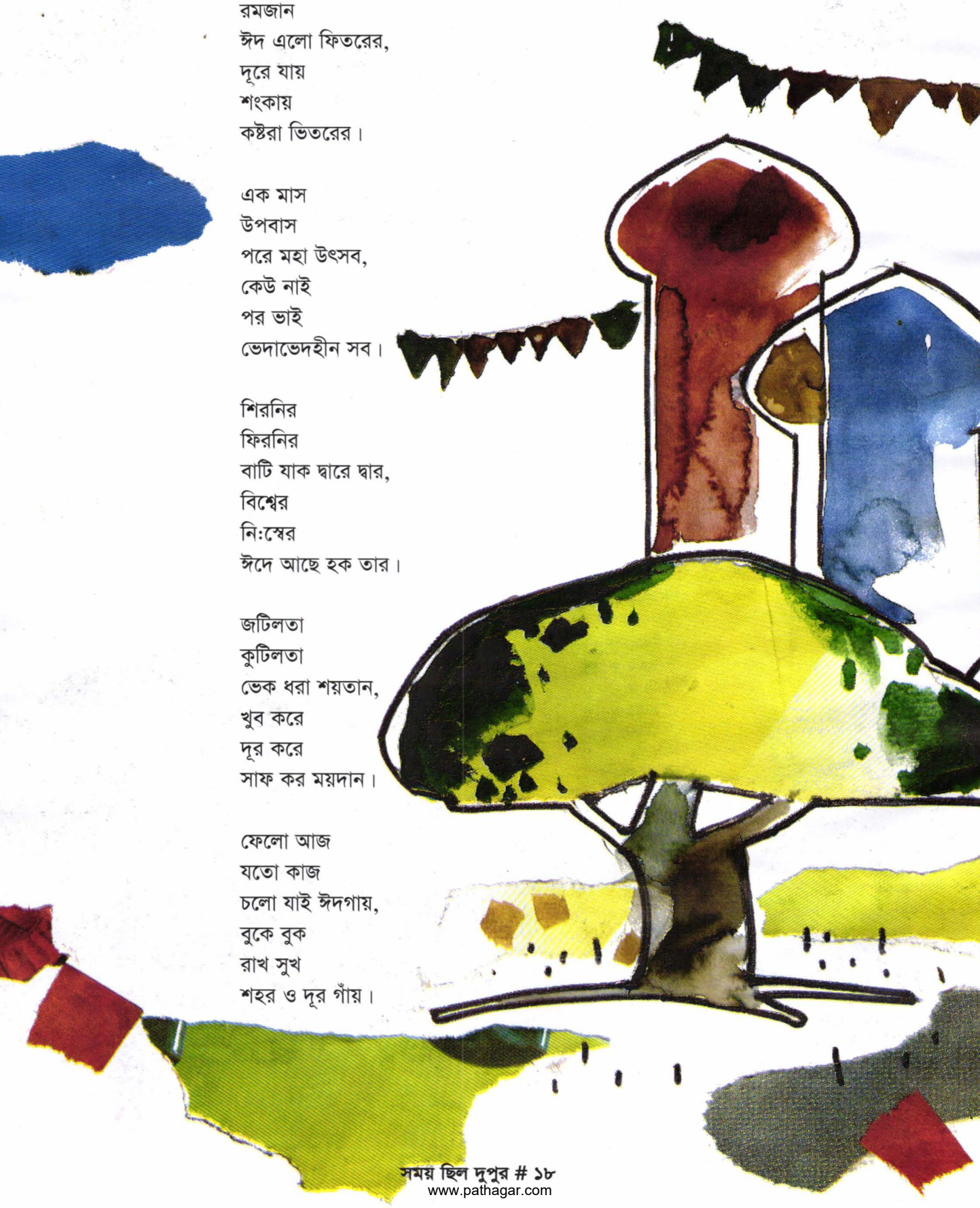

www.pathagar.com

ছোটদের
বড়দের
কাজ শুধু উড়বার.
আজ সব
কলরব
সংহতি দুর্বার।

নয় ধূ ধূ
রীতি শুধু
হাত চাই কর্মের,
ফিরে আনি
সেই বাণী
সুমহান ধর্মের।

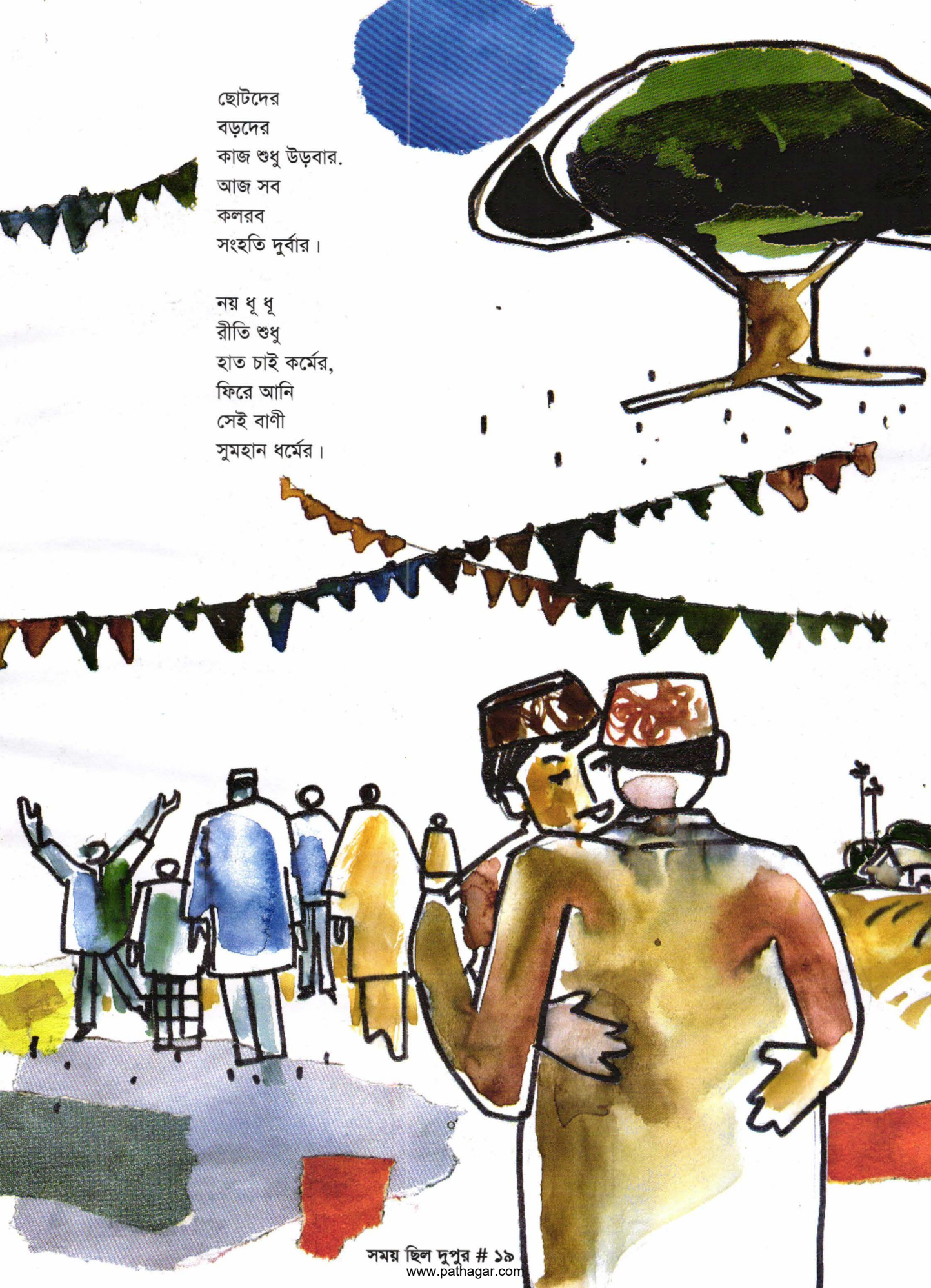

www.pathagar.com

ঈদ আযহার র‍্যালী

ইসমাইলের কোমল হৃদয় ত্যাগের মহিমায়,
ঈদ আযহার চাঁদ ভেসেছে আকাশ দরিয়ায়।
ইবরাহীম ও মা হাজেরা দীপ্ত চাঁদের রাতে-
অসীম আলোর দরদ মাখে সব মানুষের হাতে।

চাঁদ বলে, ভাই কোরবানী দাও যা প্রিয় তার সব,
তবেই ঘরে নামবে বেহেশত আনন্দ উৎসব।
পশু বধের কালের পাশে এবার পশু মনের,
তাদের এবার কোরবানী দাও, নয় সে প্রয়োজনের।

সব ঝামেলা মেটাতে চাই মহান মিতালী,
সকল পথে দাও ছড়িয়ে ঈদ আযহার র‍্যালী!
বস্তি এবং বারিধারার দূর কর সব দূর,
বুকের মধ্যে জাগাও গভীর ঈদের সমুদ্দুর।
বিভেদ হানাহানির উপর লাল সবুজের নিশান
উড়িয়ে, কর ঈদের আবাদ কণ্ঠ ভরা গান!

www.pathagar.com

রোজাকে দরকার

সকল কিছু বক্র যখন কে করে সব সোজা,
রমজানের পর্দা তুলে হাসেন তখন রোজা।

ঘর দরোজা মলিন হলে করাতে হয় রং,
তলোয়ারকে রাখতে তাজা ছাড়াতে হয় জং।
ব্যায়াম ট্যায়াম না করালে শরীর মহাশয়,
কেমন করে পাঠ ও খেলায় হবে গো ফার্স্টবয়।

বাগান জুড়ে গোলাপ বেলি চায়তো সবাই খুব,
নিয়মিত পানি ও সার না দিলে সব চুপ।
বসন্তদের আসার খবর দখিন হাওয়া আনে,
বাণীর ভিতর সুরের যাদু সুরই বাণীর প্রাণে।

আকাশে চাঁদ আছে বলেই আকাশ চমৎকার,
ঘরের বাতি জ্বাললে তবেই পালায় অন্ধকার।
সালতামামী শেষ করে তাই নতুন অভিযান,
রোজাই ছড়ায় ব্যর্থ বুকে বিশ্বজয়ের গান।

সমতা আর মমতাময় মানুষকে বার বার
করেন যিনি, তারই জন্য রোজাকে দরকার।

www.pathagar.com

শবেবরাত

আকাশ জুড়ে ফেরেশতাদের আদর মাখা হাত,
আতর জলে স্নান করিয়ে আনলো শবেবরাত।
হুরপরীরা তারার বাতি নাড়িয়ে গজল গায়,
বরকতেরই বলক ওঠা নূরের দরিয়ায়।
বন্ধ ঘরের কপাট খোলে হারিয়ে যাওয়ার সাধ,
মধ্যিখানে পাল খাটালো শ্যামলা দেশের চাঁদ।

আরশআলা দরজা খুলে ডাক দিয়ে কয় আয়,
ভাগ্য গড়ার এমন মোহন সময় চলে যায়।
এ রাত জেনো না ঘুমুনোর শান্তি শবেবরাত,
যে যা পারিস লুট করে নে মানুষ হওয়ার রাত।

বুদ্ধিবাগীস ভণ্ডগুলোর প্রলাপ কেন শোনা,
এ রাত তো তোর ঝলসে ওঠার স্বপ্ন দিয়ে বোনা।
তর্ক মুখে কর্ক লাগিয়ে মিনারগুলো খাড়া,
সেই মিনারের মলিন মুখে জাগিয়ে তোল সাড়া।

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা আয় হারিয়ে যাই,
নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আজ নিজের গান গাই।

www.pathagar.com

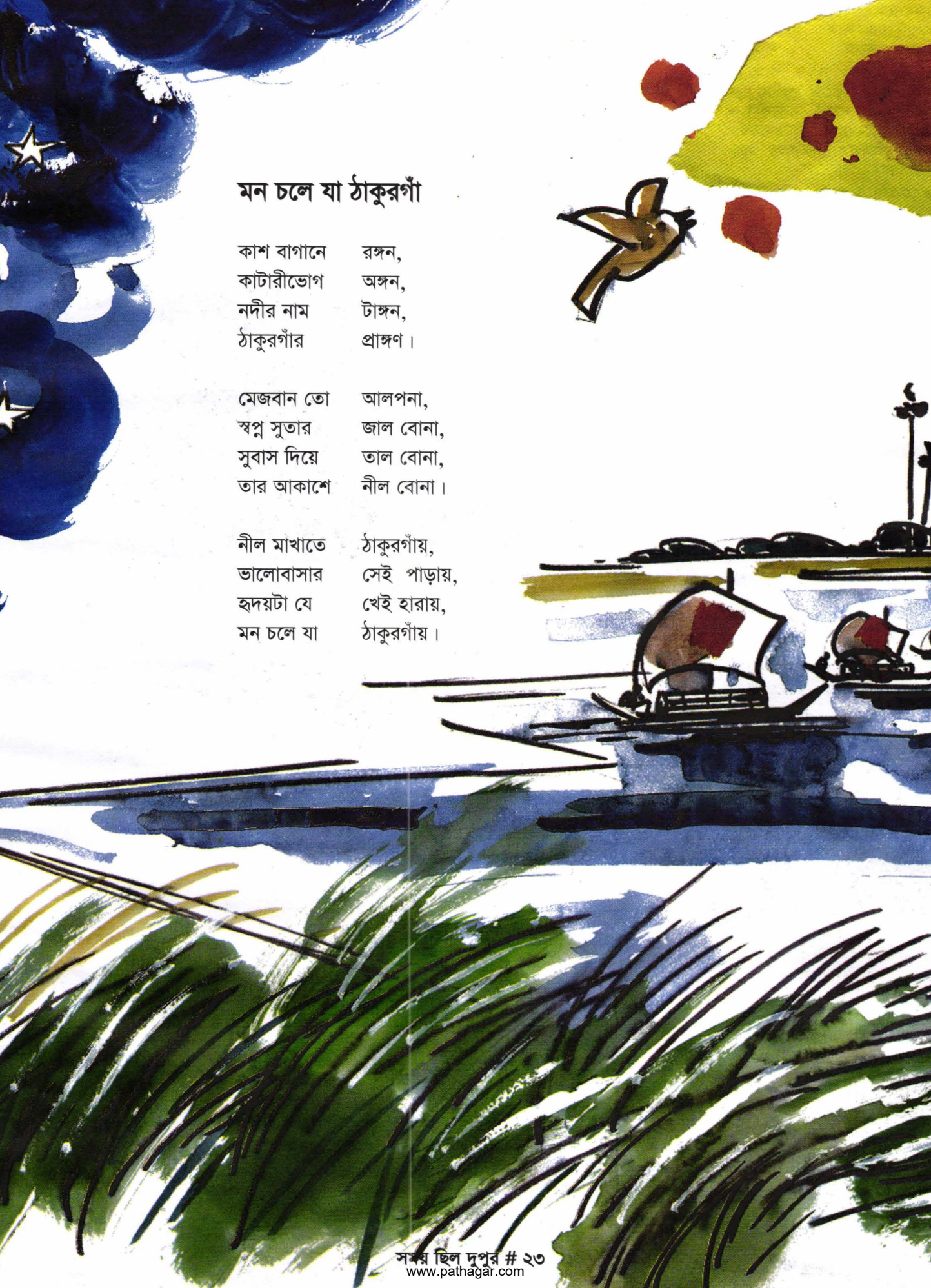

মন চলে যা ঠাকুরগাঁ

কাশ বাগানে রঙ্গন,
কাটারীভোগ অঙ্গন,
নদীর নাম টাঙ্গন,
ঠাকুরগাঁর প্রাঙ্গণ।

মেজবান তো আলপনা,
স্বপ্ন সুতার জাল বোনা,
সুবাস দিয়ে তাল বোনা,
তার আকাশে নীল বোনা।

নীল মাখাতে ঠাকুরগাঁয়,
ভালোবাসার সেই পাড়ায়,
হৃদয়টা যে খেই হারায়,
মন চলে যা ঠাকুরগাঁয়।

www.pathagar.com

ফুল পাখিদের মেলা

ফুল পাখিদের জন্য আমি আছি,
দিন রাত্তির তাদের হয়ে বাঁচি।

তাদের মেলায় মিলের আমন্ত্রণ,
খুশবু মনে আনলো লক্ষ টন।

ফুল পাখিদের ভীড়েই চিরদিন,
ছড়িয়ে জীবন হয়েছি রঙিন।

www.pathagar.com

তোমাদের জন্য
আবদুল হাই শিকদার -এর
ছড়ার বই-
গান পাখিদের দিন
ইউলিয়ারা পথ হারালো
নিয়ম নীতি বাড়ায় প্রীতি

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

www.pathagar.com

আবদুল হাই শিকদার

জন্ম : ১ জানুয়ারী ১৯৫৭

জনক : কৃষিবিদ ওয়াজেদ আলী

জননী : হালিমা খাতুন

জন্মস্থান : দক্ষিণ ছাট গোপালপুর, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।

পেশা : সাংবাদিকতা, অধ্যাপনা। সভাপতি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)

প্রকাশিত গ্রন্থ : শতাধিক

পুরস্কার : বাংলা একাডেমী পুরষ্কার, চুরুলিয়া নজরুল একাডেমী পুরষ্কার, তালিম হোসেন ট্রাস্ট পুরষ্কার, মনির উদ্দীন ইউসুফ সাহিত্য পুরষ্কার সহ অনেক সম্মানে সন্মানিত।

তথ্যচিত্র নির্মান: অর্ধশতাধিক

দেশ ভ্রমণ : ভারত, পাকিস্তান, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, চীন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com